CBCS B.A. HONS -POLITICAL SCIENCE

SEM-VI : CC-14T: Indian Political Thought-II
TOPIC: VII. Tagore: Critique of Nationalism
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: জাতীয়তাবাদের সমালোচনা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভূমিকা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এক বহুমাত্রিক প্রতিভা (1861-1941)। তিনি একজন কবি, গীতিকার, গল্প - উপন্যাস লেখক, নাট্যকার এবং সমালোচনা ও একজন বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক এবং দার্শনিক ছিলেন। যদিও এগুলি আমাদের অনেক আলোচিত, তবে তার সমাজ ভাবনা, অর্থনৈতিক ভাবনা এবং রাজনৈতিক চিন্তাও কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনের পর্বে কিছুদিনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কার্যনীতি ঘোষণার পর যখন সমস্ত বঙ্গদেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃত্ববৃন্দ এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নানান মিটিং ও মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। এরই সাথে একের পর এক নানান উদ্দীপনা-পূর্ন স্বদেশী গান লিখে সামগ্রিক বাঙ্গালী জাতিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। তবে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে আসেন পরবর্তী সময়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানান রচনার মধ্যে তার সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে দর্শন ও ধারণার সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ মূলত জোর দিয়েছিল আত্মশক্তি জাগরনের ওপর। দেশের মানুষের আত্ম-নির্ভরতা ও আত্ম সচেতনতার বিস্তার ছাড়া জাতীয় মুক্তির সম্ভাবনা নেই বলে তিনি মনে করতেন। অতএব সদর্থক গঠনাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এমন বিচারধারা তার ছিলো। গঠনাত্মক স্বদেশীর মুখ্য ভিত্তি আত্মশক্তি চর্চা। তিনি মনে করেন সমাজ সংগঠনের কাজটি সর্বাগ্রে করা দরকার, তা নাহলে আত্মনির্ভর জাতি গড়ে উঠবে কি করে। আর জাতি যদি আত্মশক্তিসম্পন্ন না হয়, তাহলে অনেক লড়াই করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও তার কোনো তাৎপর্য থাকবে না।

1901 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরপর দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন – 'নেশন কি' এবং 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' – এই দুটি প্রবন্ধে তিনি দুটি জরুরী প্রশ্ন তুলেছিলেন – প্রথম, সনাতন ভারতবর্ষে নেশন বলে কিছু ছিলো কি না এবং দ্বিতীয় বর্তমান ভারতবর্ষে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ কে মোকাবিলা করার জন্যে ন্যাশনালিটি গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন, কিন্তু সেই নেশন গঠনের প্রক্রিয়া কি হবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে 'নেশন' বলে কোনো কিছু আমাদের ঐতিহ্যে ছিলনা এবং সে কারনেই বাংলা ভাষায় নেশন শব্দটির তর্জমাও সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে, দ্বিতীয় প্রবন্ধিটে তিনি বলেছেন ইউরোপিয় ঐতিহ্যে নেশন-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনে। নেশনের উদ্ভব সেখানে এক স্বাভাবিক ঘটনা। প্রাক ব্রিটিশ

ভারতবর্ষে এক ধরনের ঐক্য হিন্দুদের মধ্যেও ছিলো, কিন্তু সে ঐক্য কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নয় বা নেশনের মধ্যে দিয়েও নয়। হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ছিলো মূলত সামাজিক সুত্রে তাই সামাজিক সম্প্রীতির মধ্যেই ভারতীয়দের ঐক্য চেতনা। যদিও এ কথা সত্যি বিপুলায়তন ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক ঐক্য ছিলো যা মূলত সমাজ চেতনার সূত্রে রাজনৈতিক সুত্রে নয়। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এখানেই মৌলিক প্রভেদ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আসার পরে, আমাদের দেশে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু জাতি গঠনের উপাদান গুলি কি কি সাধারণ ভাবে বলা হয় - জাতিগত ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ধর্ম, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন ইত্যাদির সূত্রে জাতি গড়ে উঠে। ভারতীয় 'নেশন' গঠনের প্রক্রিয়ায় তিনি সামাজিক শক্তিগুলির গুরুত্বের কথা জোর দিয়ে বলেছেন ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক সভ্যতার মানদণ্ড কে পরিহার করতে। স্বাভাবিক ভাবে, সমাজ সংস্কার, সমাজের চৈতন্য গঠনের উপর অর্থাৎ সামাজিক সংহতির ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জাতি গঠনের চিন্তা সেখানে খুবই কম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতবিতানের স্বদেশ-পর্যায়ের গানগুলি দেখে অনেকেই তাকে একজন জাতীয়তাবাদী কবি বলতে পারেন। একথাও ঠিক, তার মতো করে এত গভীর ভাবে স্বদেশ চিন্তার প্রকাশ অনেকেই খুব কম করেছেন। কিন্তু, তিনি তার বন্ধু C.S. Andrews কে একটি চিঠিতে লিখেছেন – "I love India, but my India is an Idea and not a geographical expression. Therefore, I'm not a patriot - I shall ever seek my compatriots all over the world". দেশের ওপর অত্যাচার হলে, বিদেশিদের দখলদারি চললে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে এবং এটা আমাদের দায়িত্ব যাবতীয় অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে শুধুই একজন ভারতবাসী হিসেবেই নয়, একজন মানুষ হিসেবে। অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বোধ কবিকে তাড়িত করেছে মনুষ্যত্বের অপমান রোধ করতে। তার স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা বিশ্ববাসী কে ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের ভূখণ্ডের ওপর কোনো দেবত্ব আরোপ করতে চাননি, তিনি দেশমাতৃকার প্রতি কোনো যুক্তিহীন অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করেননি। তিনি বিশ্ব-মানবিকতার প্রতি আস্থা রেখে স্বদেশের মঙ্গল চেয়েছেন। মানুষের অপমান তাকে আহত করেছে, তবে ভারতীয় মানুষ বলে আলাদা কোনো অনুভূতির কথা কবি বলেন না।

রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে জাতীয়তাবাদ এর দুটি ভিত্তি। এক, স্বদেশের প্রতি অকৃতিম প্রীতি ও আনুগত্য, দুই অপর জাতিগুলিকে নিজের থেকে আলাদা করে দেখা – এক ধরনের বৈরী মনোভাব থেকে তাকে দেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন নিজের প্রতি বা আপন জাতির প্রতি এই যে অন্ধ আনুগত্য বা

ভালোবাসার বোধ, সে আত্মহত্যার নামান্তর। এই স্বাজাত্য প্রীতি স্বদেশের মুক্তির পথ প্রশস্ত করেনা। 1921 সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যখন সারা দেশ উত্তাল, রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের মতাদর্শ এর বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন যে এই আন্দোলন নেতিবাচক। অসহযোগ এর চিন্তা ভারতবাসীকে শেখাচ্ছে বিশ্বের সভ্যতার থেকে দূরে থাকা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ জাতীয়তাবাদী বোধের বিরুদ্ধে ছিলেন। মনুষ্যত্ব বোধ বর্জিত, নৈতিকতা বোধ বিহীন স্বাদেশিকতার চর্চার বিরোধী ছিলেন তিনি, তার মতে, মনুষ্যত্ব চর্চার অর্থ হলো ব্যক্তিকে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে হবে, সামাজিক হতে হবে, সর্বপ্রকার ব্যক্তিস্বার্থের ওপরে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নিজেকে। অতএব, যে নীতিবোধ গুলি দিয়ে ব্যক্তি পরিচালিত হবে তা হোল সহযোগিতা ও সহমর্মিতার নীতি। জাতীয়তাবাদ ঠিক এর বিপরীত নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জাতির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, অপরের সঙ্গে নিজের পার্থক্যের বোধকে স্বীকার করে এবং সেই অর্থে জাতি সৃষ্টিশীল নয়। তার একান্ত নীতি অপরের ওপর ধারাবাহিক ক্ষমতার বিস্তার যা তৈরি হয়েছে স্বার্থপরতার ভিত্তিতে। নিজের জাতি বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা যে ভাবেই হোক বাড়াতে হবে এই হলো জাতীয়তাবাদ এর প্রকাশ, তার চরম ও পরম ভিত্তি। এই যদি জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি হয়, তাহলে সেই জাতীয়তাবাদের চরম পরিণতি থেকে জন্ম নেবে সাম্রাজ্যবাদ - প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ তারই প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন অনুসারে জাতীয়তাবাদের আদর্শ একটি জাতিকে মুক্ত করতে পারে না, বৃহত্তর মনুষ্যত্বের চর্চা করতেও শেখায় না, কেবল অন্ধ রাষ্ট্রপ্রীতি ও ক্ষমতার রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে। অতএব এই জাতীয়তাবাদ সামরিক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের জনক এবং তা কখনোই সহযোগিতা নির্ভর, বিশ্বশান্তির পথে সহায়ক সমাজ সে তৈরি করে না তাই জাতীয়তাবাদ সভ্যতার পরিপন্থী।